উন্নয়ন ও ভেনিজুয়েলা, একটি গল্পকথা

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

উন্নয়ন নিয়ে বিতর্কটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের একার নয়। উন্নয়ন একটি বিশ্বজনীন ধারণা। একই ভাবে বিকল্প উন্নয়নের ধারণাটিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাবে বেড়ে উঠছে। ভেনিজুয়েলা তার একটি বিন্দু। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে যে বিতর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে , খুব প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায়, এখানে ছোট্টো করে তুলে দেওয়া হল ভেনিজুয়েলার উন্নয়নের উপর একটি খুদে কেস স্টাডি।

১।

সিয়েরা দে পেরিহা। রাজধানী কারাকাস থেকে অনেক দূরে ভেনিজুয়েলা আর কলম্বিয়া সীমান্তের একটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চল। প্রদেশের নাম জুলিয়া। আদিবাসী অধ্যুষিত, এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভেনিজুয়েলার মূল প্রাকৃতিক সম্পদ তেলের একটি বড়ো ভান্ডার জুলিয়া। তেল ছাড়াও, জুলিয়া রাজ্যে, বিশেষ করে সিয়েরা দে পেরিহা অঞ্চলে কয়লাও পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদে এতো সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের ছোটোনাগপুর এলাকার মতই, জুলিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত।

দুহাজার চার সালের গোড়া থেকেই জানা যাচ্ছিল, যে, ভেনিজুয়েলা সরকার জুলিয়া প্রদেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'উন্নয়ন' এর কথা ভাবছে। দুহাজার চারের সাতাশে অক্টোবর জুলিয়া প্রদেশের স্থানীয় সংবাদপত্র 'প্যানোরামা'য় এই উন্নয়নের পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম বিশদে ছাপা হয়। ঐ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যে, ভেনিজুয়েলা উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত মারাকাওয়া হ্রদে পুয়েের্তো আমেরিকা নামক একটি বন্দর বানানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এই বন্দর বানানোর সম্ভাব্য খরচ ১৬০ মিলিয়ান ডলার। এ ছাড়াও, আনুমানিক ৯৪৬ মিলিয়ান ডলার ব্যয়ে একটি ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও আছে, যা জুলিয়া প্রদেশের সামগ্রিক ২৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদার একটা বড়ো অংশকে পূরণ করবে বলে আশা করা যায়। সঙ্গে ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ রেলওয়ে সিস্টেম বানানোর প্রস্তাবও, যা জুলিয়া থেকে কয়লা রেলপথে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে।

শুধু বন্দর বা রেলপথ নয়, উন্নয়নের এই প্রস্তাবের কেন্দ্রে ছিল সিয়েরা দা পেরিয়ায় কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব। শুধু বন্দর বা রেলপথ বা বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র দিয়ে তো উন্নয়ন হয়না। কয়লার উৎপাদন বাড়লে, তবেই তা দিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করা যাবে। এবং তার পরে অতিরিক্ত যে কয়লা কয়লা বাঁচবে, তাকে বন্দর এবং রেলপথের মাধ্যমে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। বস্তুতঃ এই সময়েই জানা যায়, যে, হুগো শাভেজের নেতৃত্বাধীন ভেনিজুয়েলা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে, দেশে তেলের পাশাপাশি কয়লার উৎপাদনও বাড়ানো উচিত, এবং সিয়েরা দা পেরিহায় নতুন কয়লাখনি খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও জানা যায়, যে, আগামী বছর, অর্থাৎ দুহাজার পাঁচেই শুরু হতে চলেছে কয়লা খননের কাজ(১)।

উন্নয়নের এই মডেলটি আমাদের অত্যন্ত চেনা মডেল। কয়লা খনি হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হবে,

বন্দর হবে, উন্নয়ন হবে, গ্রাম ক্রমশঃ শহর হয়ে উঠবে আর নিয়ন আলোয় ভেসে যাবে প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তাঘাট। খুব ইন্টারেস্টিং, যে, ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রশক্তি বা অন্ততঃ তার একটা অংশ সেই সময়ে এই পপুলার লজিকেই ভাবছিল। জুলিয়ার ইন্ডিয়ান আদিবাসী অধ্যুষিত মারা অঞ্চলে (যা ভেনিজুয়েলার সবচেয়ে দরিদ্র এলাকাগুলির মধ্যে একটি বলে গণ্য হয়) স্থানীয় একটি শহর,'সান রাফায়েল দা এল মোহান' এর সদ্যনির্বাচিত মেয়র এলিও মোরান, এই সময়েই, শহরের সিটি হলে, তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যে, মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান আয়ের উৎস হল কয়লা খননের ট্যাক্স, আর সরকারের অনুদান। বছর-বছর বন্যায় শহর ভেসে যায়,রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, খানাখন্দে ভর্তি, এসব দূর করতে গেলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার, এবং সেটা ওই আয় বাড়লেই করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, যে, এবার সময় এসেছে, কয়লার ট্যাক্স আর সরকারী অনুদান দিয়ে এই এলাকাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে।

তিনি আরও জানান, যে,রাস্তাঘাটের দুরবস্থা নিরসনই, এই মূহুর্তে তাঁদের এক নম্বর কাজ। আগামী বছর, যে সময়ে কয়লা খননের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেই সময়েই পরিকাঠামো পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে হাত দেওয়া হবে। কার্বোজুলিয়া (কয়লাখননের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সাবসিডিয়ারি) ইতিমধ্যেই রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় আসফল্ট দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বলে তিনি জানান (২)।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দুহাজার চার সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, জুলিয়ার 'জনসাধারণ' হলদি নদীর এপার থেকে আলোকোজ্জ্বল কারাকাস নগরীকে দেখে হতাশায় ভুগছিল, এবং দাবী করছিল, শিল্পায়ন এবং উন্নয়নের সুফল শুধু এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকলে হবেনা,সকলের জন্য উন্নয়ন চাই। এও বোঝা যাচ্ছে, যে, শিল্পের দাবী আসলে 'জনতা'র দাবী। এতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে, এবং জনতার মঙ্গল হবে। অতএব, উন্নয়ন চাই, বন্দর চাই, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র চাই, রেলওয়ে সিস্টেম চাই এবং খনি তো চাইই।

২।

এই পর্যন্ত যখন আমাদের চেনা মডেলের সঙ্গে মিলে যায়, তখন এর পরেরটাও ধাপটাও মেলা উচিত। হ্যাঁ, এরপরই আসরে নেমে পড়েন পরিবেশবাদী মেধা পাটকররা, অর্থাৎ শিল্পবিরোধী এবং উন্নয়নবিরোধী শক্তি। এমনিতেই জুলিয়ার পরিবেশবাদীদের একটা বড়ো অংশ প্রথম থেকেই শাভেজের পরিবেশনীতির কট্টর বিরোধিতা করছিল। জুলিয়া ইউনিভার্সিটির সোসিওলজির প্রফেসর এবং পরিচিত পরিবেশবাদী হোর্হে হিনেস্ত্রোজা, একটি ইন্টারভিউয়ে জানান, যে, সরকার-অধিগৃহীত তেল কোম্পানিতে পুরোনো জমানার 'রেটোরিক এবং ডিসকোর্স সহ' রয়ে গেছে সেই পুরোনো পরিবেশকর্মী আর এক্সিকিউটিভরা। তিনি আরও বলেন, যে সিয়েরা দা পেরিহার ইন্ডিয়ান জনজাতিকে হটিয়ে দেবার কাজে যারা লিপ্ত ছিল, সেই সব লোকজনই এখন নিজেদের বলিভারিয়ান বিপ্লবের ভাই বলে চালাতে চাইছে(৩)। পরিবেশবাদীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই পুরোনো জমানার এইসব 'রেটোরিক এবং ডিসকোর্স' এর বিরোধিতা করতে থাকেন। 'জুলিয়ার পরিবেশবাদীরা' বা সংক্ষেপে,আজুল নামে একটি সংগঠন, সিয়েরা দা পেরিহার খনি প্রকল্পটি ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে গলা তুলতে থাকে। তারা

দেখায়, যে, কয়লাখনি খনন করলে, তার প্রভাব, জুলিয়ার পরিবেশের পক্ষে অতি ভয়াবহ হতে চলেছে। জুলিয়া এবং তার বাইরের বৃহত্তর পরিবেশবাদীরা এই ব্যাপারে মোটামুটি দুটি বিষয়ে একমত হন।

এক। পানীয় জলের সংকট। জুলিয়া উষ্ণ এবং খরাপ্রবণ একটি এলাকা, যা দীর্ঘদিনে ধরেই জলকষ্টে ভুগছে। শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলেই নয়, মারাকাইবু শহরের বেশ কিছু এলাকাতেও জলের যোগান আসে সপ্তাহে মাত্র একবার। এইটুকু পরিস্রুত জলের জন্য জুলিয়ার অধিবাসীদের নির্ভর করতে হয় দুটি হ্রদের উপর। পরিবেশবাদীরা একমত হন, যে, নতুন কয়লাখনি বানালে, তার সালফারঘটিত বর্জ্য, এই জলের উৎসকে দূষিত এবং অব্যবহৃত করে দেবে। এবং জুলিয়াবাসীরা এক অবর্ণণীয় জলসংকটের মুখোমুখী হবেন(৪)।

দুই। অরণ্যের অধিকার। ভেনিজুয়েলার ইন্ডিয়ান ভূমিপুত্রদের একটা বড়ো অংশ বাস করেন, পাহাড় ঘেরা জুলিয়ার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এবং ভেনিজুয়েলার বলিভারিয়ান বিপ্লবোত্তর সংবিধানে ধারায় অরণ্যের উপর ভূমিপুত্রদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১২০ নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে, যেকোনো খনিজ সম্পদ তোলার প্রচেষ্টার আগে ‘স্থানীয় আদি জনগোষ্ঠীকে জানাতে হবে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা’ করতে হবে। পরিবেশবাদীরা দাবী করেন, ওয়াউ, বারি, বা য়ুকপা উপজাতির যে সমস্ত মানুষরা সিয়েরা দা পেরিহার বাসিন্দা তাদের সংবিধানস্বীকৃত এই অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে কয়লাখননের এই প্রচেষ্টা(৫)।

এইসব নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালিখি চলতে থাকে। আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার করে টুকটাক আন্দোলনও করতে থাকেন পরিবেশবাদীরা। ভূমিপুত্ররা, ‘বহিরাগত’দের মদতে জোট বাঁধতে থাকে অরণ্যের অধিকারের দাবীতে।

সমাপতনই বলা যায়, যে, ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ দুহাজার পাঁচের মার্চ মাসে কলকাতায় আসেন শাভেজ এবং রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে তাঁকে বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক তখনও বঙ্গদেশে দিনের আলো দেখেনি, সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম তখনও সিয়েরা দা পেরিহার মতই দুটি অজানা জায়গার নাম মাত্র। এই বঙ্গের ভাগ্যনিয়ন্তারা যখন শাভেজের হাতে হাত মিলিয়ে দুনিয়া জোড়া ফাটলহীন এক বাম ঐক্যের শপথ নিচ্ছেন, এই আধপোড়া শহরের অলিগলি সাপগুলি তখনও দম চেপে পড়ে আছে, আর ঠিক সেই সময়ই উন্নয়নবিরোধী ‘বহিরাগত‘ এবং আদিবাসী ভূমিপুত্ররা, খোদ ভেনিজুয়েলাতেই, প্রত্যন্ত সিয়েরা দা পেরিয়ার গলিঘুঁজিতে একজোট হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। দুহাজার পাঁচের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই এই আন্দোলন বেশ গতি সঞ্চয় করে। মার্চে শাভেজ আসেন কলকাতায়, আর ওই মাসেই প্রত্যন্ত জুলিয়াবাসী ভূমিপুত্ররা উন্নয়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে আসেন আলোকজ্জ্বল কারাকাসে। মার্চ মাসের একত্রিশ তারিখে কারাকাসের রাস্তা ভরে যায় ওয়াউ, বারি, য়ুকপা উপজাতির মানুষে। নগ্নগাত্র আদিবাসীরা, উন্মুক্তবক্ষ আদিবাসীরা, আলোকিত আদিবাসীরা, সামাজিক-রাজনৈতিক অনেকগুলি গোষ্ঠী, এনজিও, পরিবেশবাদীরা, অর্থাৎ এককথায়, পৃথিবীর যাবতীয় উল্টোপাল্টা শক্তি একযোগে প্লাজা মোরেলোস থেকে মিছিল করে যায় রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত, এবং রাষ্ট্রপতি শাভেজের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেয়।

এইভাবে গপ্পো ক্রমশঃ ইন্টারমিশনের দিকে এগোয়। সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের গল্প আমরা যারা জানি, তাদের কাছে এ পর্যন্ত খুব চেনা কাহিনী। যে, চাট্টি হাবিজাবি দুষ্টু লোক যেকোনো উন্নয়নের প্রচেষ্টাতেই বাগড়া দেবে, ভূমিপুত্রদের অধিকারের কথা বলে কুম্ভীরাশ্রু ঝরাবে। মিটিং হবে, মিছিল হবে। এবং এই কাহিনীর পরে অংশও, সিনেবাফ আমাদিগের বিলক্ষণ জানা থাকার কথা। যে, প্রথমে সরকারের তরফে গরম-গরম বুলি দেওয়া হবে। উন্নয়নবিরোধীরা যে আসলে আমেরিকার টাকা খায়, ষড়যন্ত্রকারী, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে। এবং 'প্রগতি' ও 'উন্নয়ন'এর বিরোধীদের 'মানুষের স্বার্থে'ই পিটিয়ে বৃন্দাবন দেখানো হবে। তাতে কাজ হলে ভালো, নাহলে, প্রচারে 'বিভ্রান্ত' অবুঝ জনসাধারণকে 'বোঝানো' হবে, যে আসলে তাঁরা নিজের স্বার্থ নিজে বোঝেননা, সেটা অনেক ভালো করে বোঝে 'পার্টি'। একই সঙ্গে পার্টি মুখপত্রে প্রবন্ধ লেখা হবে, 'মেধা পাটকর মনে করেন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অর্থহীন,রাষ্টের ভূমিকাও ন্যূনতম। সম্পদের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ, ছোটো ইউনিট-ভিত্তিক বিন্যাসই শ্রেয়তর। বামপন্থীরা মনে করে, এই তত্ত্ব পুঁজি-শাসিত সমাজে বাস্তবে কার্যকর অবাধ বাজারের হয়েই ভিন্ন চেহারার সওয়াল' (৬)। এবং এই গল্পের শেষে, বিভ্রান্ত মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে পথে ফিরে আসবেন, আর উন্নয়নবিরোধী শক্তিরা মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বুড়ো আঙুল চুষবে জেলে বসে, বা জেলের বাইরে। এবং জনগণ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে হ্যাপিলি এভারাফটার লিভ করিবে।

৩।

কিন্তু দু:খের কথা, ইন্টারভ্যালের পর ঠিক এই জায়গা থেকেই আমাদের চেনা চিত্রনাট্য ফেল করতে থাকে। কারণ জায়গাটার নাম ভেনিজুয়েলা, যেখানে সদাই উল্টোপাল্টা ব্যাপারস্যাপার হয়। সে দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গসফর করার পরও জনগণ এবং জনগণের শত্রুদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন বলে বোধ হয়না। এবং সেখানে, এখনও, পার্টি মানে একটি গন্ডীবদ্ধ শেয়ালের দঙ্গল নয়, যার একজন জল উঁচু বললেই বাকিদের সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করতে হবে। ছোটো-ছোটো ইউনিটের বিপরীতে মানসিক, সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রের লেজুড়বৃদ্ধি, সেখানে এখনও নীতিগত বৈধতা পায়নি।

অতএব, আমাদের চিত্রনাট্য এখানে ফেল করে। সরকার/পার্টি/উন্নয়ন এবং সরকারবিরোধী/পার্টিবিরোধী/উন্নয়নবিরোধী -- এই দুই বাইনারি অপোজিট পোলারাইজেশন তৈরি হয়না। বস্তুতঃ যে সমস্ত পরিবেশবাদী জুলিয়ার কয়লাখনির সবচেয়ে কঠোর সমর্থক, তাঁদের একটা বড়ো অংশ তথাকথিত বলিভারিয়ান বিপ্লবের সক্রিয় অংশীদারও বটে। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিতে পারি আজুল, অর্থাৎ, 'জুলিয়ার পরিবেশবাদীরা' সংগঠনের সহ-সভাপতি এলিও রিয়সকে। রিয়স (বা রায়স) ব্যক্তিগতভাবে শাভেজের সমর্থক, অনুগামী এবং বলিভারিয়ান সার্কলের একজন সক্রিয় সদস্যও বটে। এবং একই সঙ্গে তিনি সিয়েরা দা পেরিহার খনিপ্রকল্পের সবচেয়ে কঠোর বিরোধী। গোটা আজুল সম্পর্কেই মোটামুটিভাবে একই কথা বলা যায়। এমনকি গোটা পরিবেশবাদী আন্দোলন সম্পর্কেই বলা যায়। শাভেজের সক্রিয় সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হতে, এমনকি সক্রিয় আন্দোলন গড়ে সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতেও এঁদের কোনো আপত্তি নেই।

ফলে এঁদেরকে উন্নয়নবিরোধী, খোলা-বাজারপন্থী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে অভিহিত করা খুব কঠিন। সরকার বা শাভেজের তরফ থেকে সেরকম করার কোনো প্রচেষ্টা আদৌ হয়েছে বলেই শোনা যায়নি। সরকারি সিদ্ধান্ত এবং তার বিরোধিতা, দুটিই বলিভারিয়ান বিপ্লবের পক্ষে মঙ্গলজনক, এরকম একটা ধারণাই বরং দেখা গেছে। সমর্থন এবং বিরোধিতা, সংঘর্ষ ও নির্মান, কমিউনিটি এবং রাষ্ট্র রয়েছে পাশাপাশি। তারা কখনও একসাথে হাঁটছে, কখনও বিতর্ক করছে, কখনও আন্দোলন করছে। কিন্তু স্ট্যাম্প মেরে বিরোধী শিবিরে ফেলে দেবার প্রচেষ্টা কখনও দেখা যায়নি।

এবং শুধু এটুকুই নয়। এই পুরো আন্দোলনের সময় খুব পরিষ্কার ভাবে দেখা গেছে, যে, সরকারের বিভিন্ন অংশ, 'আমরাই এই সরকারের অংশীদার, সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা কিকরে বলব', এই জাতীয় রেজ্জাকীয় ভাবধারায় এতটুকুও উদ্বুদ্ধ নয়। বস্তুত: ভিতরে কথা বলব, বাইরে বললে শৃঙ্খলাভঙ্গ হবে, এই জাতীয় বালখিল্য চিন্তাভাবনাকে বলিভারিয়ান সার্কল বা ভেনিজুয়েলা সরকারের কর্তারা বিশেষ পাত্তা দেন বলে মনে হয়না। সরকার কোনো মনোলিথিক একটা ব্যাপার নয়, বরং জনতার ভোটে জেতা সরকার জনতার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে, সে নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক বা ডায়ালগ জনতার সামনেই হওয়া উচিত, কাজকর্ম দেখে , মনে হয়, এমনটাই এঁদের ধারণা।

সেই কারণেই, উন্নয়নের পপুলার ধারণাগুলি তার পুরোনো আমলের 'ডিসকোর্স ও রেটোরিক' সহ যখন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে পাখনা মেলছে, এবং পরিবেশবাদীরা ও আরও দু-চারটি হাবিজাবি গোষ্ঠী যখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করছেন, সরকার তাকে 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল' তো বলেইনা, বরং, সরকারেরই একটি অংশ পরিবেশবাদীদের স্বপক্ষে নেমে পড়ে, একদম শুরু থেকেই। দুহাজার চার সালে, আন্দোলন যখন সবে দানা বাঁধছে, জাতীয় সরকারের জলসরবরাহ বিভাগের আঞ্চলিক কর্তা হেরেনসিয়া গঞ্জালেস, সেই সময়েই প্রকাশ্যে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন। 'যদি কয়লা খননের কাজ চলতেই থাকে, পরিবেশের উপর তার ভয়াবহ প্রভাব পড়বে', তিনি বলেন। আরও বলেন, যে, পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে ওইসব এলাকা ঘোরার পর, তিনি নিজের চোখকে 'বিশ্বাস করতে' পারছেননা(৭)।

এরকম আরও অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সবকটা দেবার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং উদাহরণটা হল, আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে, সরকারের উন্নয়ন এবং অর্থমন্ত্রক যখন এই পরিকল্পনার হয়ে জোর সওয়াল করছে, ঠিক সেই সময় পরিবেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হোসে লুই বেরোতেরন বিবৃতি দিচ্ছেন, এইভাবে 'কয়লা খনন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে, যেখানে সরকারের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, সেখানে আদৌ নয়। এটা (এই পরিকল্পনা) দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের সম্পূর্ণ উল্টো দিকে যায়।'(৮)

এইভাবেই, উন্নয়নের যে বিতর্ক, তাতে সরকারি সংস্থাগুলি, তাদের ভিন্নভিন্ন মত নিয়ে নেমে পড়ে। একদম শুরু থেকে। সমাজের মধ্যের যে বিতর্ক, তা সরকারের মধ্যেও প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ফেলেও। বিতর্ক বাড়তে থাকে। লক্ষ্যণীয় যেটা, যে, এই বিতর্ককে উপরতলা থেকে শৃঙ্খলা বা মতাদর্শের নাম

করে কোথাও চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়না। বরং কর্তাব্যক্তিরা সোৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিতর্কে ইন্ধন যোগান। আরও লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, যে, স্বয়ং শাভেজ, এ ব্যাপারে মোটামুটি মৌনতা অবলম্বন করে থাকেন। এক আধটা ছোটোখাটো মামুলি বিবৃতি অবশ্যই দিয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে কখনও রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে কোনো ম্যান্ডেট দেওয়া হয়নি। বরং ভাবখানা এরকমই ছিল, যে, ভায়া তোমাদের তোমাদের দেশ, তোমাদের কয়লা, তর্কাতর্কি করে একটা সিদ্ধান্ত নাও, তারপর সেটা মেনেই কাজ করা যাবে।

এবং আমাদের চেনা চিত্রনাট্য ফেল করে যায়।

৪।

অত:পর যা হবার তাইই হয়। অর্থাৎ 'রক্ত দিয়ে উন্নয়ন করব' জাতীয় ভাবগম্ভীর শপথের বদলে পরিপূর্ণ ক্যাওস। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চুলোচুলি, ঝগড়াঝাঁটি, সুস্থ বিতর্ক সবই সোৎসাহে চলতে থাকে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং তার কর্তাব্যক্তিরা একই বিষয় নিয়ে ক্রমাগত বিপরীত মত পোষণ করেও একই সরকার আলো করে অধিষ্ঠান করতে থাকেন। পরিবেশবাদীরা, বিভিন্ন ছোটো ছোটো আধা-রাজনৈতিক গোষ্ঠীরা যে যার মতামত প্রচার করতে থাকে, মিটিংএ, মিছিলে, খবরের কাগজে এবং ইন্টারনেটে। এবং এসবের মধ্যেই দুহাজার পাঁচের এপ্রিল গড়িয়ে মে মাস আসে। বিতর্ক চলতেই থাকে, কিন্তু সরকারের দিক থেকে এই বিতর্কের একটা ফলাফল, পরীক্ষার রেজাল্টের মতো বার করতেই হয়। করতেই হয়, কারণ বিতর্ক অনন্তকাল চলতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত অনন্তকাল ফেলে রাখা যায়না। সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হয়।

কি সেই সিদ্ধান্ত ? ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ভেনিজুয়েলার পরিবেশমন্ত্রী জ্যাকলিন ফারিয়া জানিয়ে দেন 'গুসারে এলাকায় এই মূহুর্তে আগেকার দুটি কয়লা খনি আছে। আমাদের মতে, এই দুটো খনি চলতে থাকলে এবং তাদের উৎপাদনক্ষমতা সক্ষমভাবে ব্যবহার করতে পারলে, সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে। উপরের দিকে অন্যান্য যে সমস্ত খনির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেগুলো আর খোলা হবেনা'(৯)।

এইভাবে, এই বিতর্কের প্রথম রাউন্ডের ফলাফলে পরিবেশবাদীরা লেটার মার্কস পান। উন্নয়নমন্ত্রক পিছু হটে।

কিন্তু এতো শুধু ইগো আর জয়পরাজয়ের সস্তা খেলা নয়, যে, পরিবেশবাদীরা জিতলেন বলে তুমুল করতালি দেওয়া হবে, আর সরকারকে দুয়ো। এই খেলায় বিকল্প ধাঁচের যে বিকল্প রাজনীতি আছে, তা ছোটোখাটো জয়পরাজয়ের উর্ধ্বে। সিয়েরা দা পেরিহার বিতর্কে পরিবেশবাদীরা জেতেননি। সরকারও হারেনি। কারণ সরকার এখানে আগেই একটি পক্ষ নিয়ে ফেলে, বিরুদ্ধমতাদর্শীদের 'বাজারপন্থী', 'আমেরিকাপন্থী' 'অতিবাম' ইত্যাদি নানা অভিধায় অভিহিত করেনি। জনাপনেরো লোকের একটা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তকে ধ্রুবসত্য বলে জনতার উপর চাপিয়ে দেবারও চেষ্টা করেনি। বরং একটি সত্যিকারের বহুস্তরীয় ডায়ালগকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিচিত্র ক্যাওসের মধ্য থেকে একটা

সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে।

এবং এতে সরকারের যে বিশেষ ক্ষতি হয়নি তাতো দেখাই যাচ্ছে। এর পরে শাভেজ আরও একবার ভোটে জিতে এসেছেন। বিতর্কের খোলা আবহাওয়ায় যে শক্তিগুলি একে অপরের সঙ্গে বিসংবাদে লিপ্ত ছিল, ভোটের সময় তারা মোটামুটি সবাইই শাভেজকে সমর্থন করেছে। এবং ভোটের পরে আবার সবাই পুরোদস্তুর চুলোচুলি শুরু করেছেন পুরোনো মহিমায়। পরিবেশবাদীরা এখনও ভেনিজুয়েলা সরকারের কিছু কিছু সিদ্ধান্তের কঠোরতম সমালোচক। উন্নয়নমন্ত্রক এখনও হরেকরকম পরিকল্পনা নিয়ে চলেছে। সেসব নিয়ে বাগবিতন্ডারও শেষ নেই। আর এই বহুস্তরীয় ডায়ালগের পরিবেশের মধ্যে দিয়েই ভেনিজুয়েলা নড়বড় করে কোনো এক দিকে এগিয়ে চলেছে।

এবং এতোক্ষণের এই গল্পের একটিই মরাল আছে। যা ভেনিজুয়েলার কাছ থেকে শেখা প্রয়োজন। সেটি হল, উন্নয়নের একটিই রাস্তা আছে, এবং তা সম্পূর্ণ জানা হয়ে গেছে, এই দাবীটি অর্থহীন। শাভেজ এই দাবী করছেননা। বরং তিনি ডায়ালগে যাচ্ছেন, এবং তা থেকে শিখছেন। ফ্রান্সিস ফুকোয়ামার কায়দায় জানাচ্ছেননা, যে, কৃষি থেকে শিল্প, এইটাই উন্নয়নের একমাত্র পথ, নইলে ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর শাভেজকে ডেকেডুকে যাঁরা সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, তাঁরা ভেনিজুয়েলার কাছ থেকে নয়, শিখেছেন মূলতঃ এম টিভি থেকে। যে, চিন্তা বা অধ্যয়ন নয়, শুধু রাজনীতিহীন করতালিস্বর্বস্ব আইকন তৈরি করুন, নিজেদের কার্নিভ্যালকে করে তুলুন আরও আকর্ষণীয়, আরও মনোহরা, যা দিয়ে ভোটবৈতরণী পার হওয়া যাবে। ভেনিজুয়েলাকে তাঁরা ক্রমশঃ ফ্যাশান আইটেম করে তুলছেন আর হুগো শাভেজ হয়ে উঠছেন অরণ্যদেব। রবীন্দ্রসরোবরে ডেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, প্রবল করতালিতে ফেটে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ, আর সেই শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে তাঁর বিকল্পের রাজনীতি।

টিশার্টের বুকে রাজনীতিহীন আইকন হয়ে ওঠার ভবিতব্য থেকে মার্কসবাদী ঈশ্বর শাভেজকে রক্ষা করুন।

<u>*সূত্র:*</u>

১। The Environmental Cost of Coal Mining in Venezuela (Dec 13, 2004)
By: Robin Nieto—Venezuelanalysis.com
২। ঐ
৩। Interview with Jorge Hinestroza
Hugo Chavez's Achilles Heel: The Environment By: Nikolas Kozloff
৪। ঐ
৫। Venezuela's Indigenous Protest Against Coal Mining in their Lands (Apr 01, 2005)
By: Sarah Wagner – Venezuelanalysis.com
৬। ধোঁয়াশায় ঢেকে আছেন যে মেধা -- দেবাশিষ চক্রবর্তী , গণশক্তি, ১৭ই জানুয়ারি ২০০৬

৭। The Environmental Cost of Coal Mining in Venezuela (Dec 13, 2004)
By: Robin Nieto—Venezuelanalysis.com
৮। ঐ
৯। Interview with Jacqueline Faria, Minister for the Environment
The Many Tasks of Environmental Protection in Venezuela (Jul 25, 2005)
By: Jeroen Kuiper & Gregory Wilpert - Venezuelanalysis.com